দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 OCT 2002 পৃষ্ঠা 20 কলাম 7

খুললো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও সংশয়

৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমেই ক্যাম্পাস স্বাভাবিক হয়ে ওঠার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। গত ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে। একপর্যায়ে ২৭ জুলাই তৎকালীন ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে, ফলে বাধ্য হয়ে ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। তবে এক শাসক যায় আরেক শাসক আসে, তেমনিভাবে ভিসি যায় ভিসি আসে, আর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কোনই উপকার হয় না। কিন্তু গত দুই মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো এর দায়ভার নেবে কে? যারা ঢাকার বাইরে ছিল তাদের অধিকাংশেরই টিউশনী চলে গেছে, যারা খণ্ডকালীন চাকরি করতো তাদের থাকা খাওয়াতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে, সেশনজট বেড়েছে, এছাড়া এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দ্রুত ভর্তির ব্যবস্থা করা যাবে কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে।

গত ২৯ তারিখে হল খুলে দেওয়ার পরে শামসুন্নাহার হলের এক ছাত্রী শমী জানায়, সামগ্রিকভাবে তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। আগে সরকার দলীয় ক্যাডাররা যা করতো এখনো তাই চলছে। কৌশলে এই আন্দোলনে অংশ নেয়া দু'জন ছাত্রীর সিট বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। তাহলে এই আন্দোলনের ফলে লাভ কি হলো? লোক প্রশাসন বিভাগের মোঃ মইনুল ইসলাম পলিন বলেন, এই আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলেও এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা ছিল। ছাত্ররাই জাতির বিবেক, যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াবে এটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে বহুমুখী সমস্যার তৈরী হয়। কিন্তু আমাদের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন অন্ধ–এগুলো দেখেও দেখে না।

এম.এ শেষ পর্বের এক ছাত্রকে আর কোন মিছিলে দেখা গেলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না বলে ছাত্রদলের এক ক্যাডার হুমকি দিয়েছে। সেইসাথে রয়েছে হলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দলীয় ক্যাডারদের 'দেখে নেওয়ার হুমকি'। এতো কিছুর পরে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসা কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক ছাত্র বললেন, পুলিশের বাড়াবাড়ি আচরণ আর সেই প্রেক্ষিতে ভিসির নিশ্চুপ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ভূমিকা তাকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে। 'একটা কিছু করা দরকার'। প্রথম এই চিন্তাটা থেকেই 'নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ' সাধারণ ছাত্রদের তাৎক্ষণিকভাবে গড়ে ওঠা এই ব্যানারে যোগ দিই আমি'।

অনেকদিন পর এত বিপুল সংখ্যক সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়া এবং যে দৃঢ় মানসিকতায় অনশন ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা ঢাবি ছাত্র আন্দোলনের একটি নতুন দিক সূচনা তার কাছে। কিন্তু কেবল ভিসির পদত্যাগই ঢাবি সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান মনে হয় না তার। "এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্ররা একত্রিত হয়ে একটি কার্যকর শক্তিতে পরিণত হতে পারে এই আত্মবিশ্বাসটা জোরালো হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পাসের কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি-একই সাথে আশা ও নিরাশার সুর তার কণ্ঠে।

স্পটঃ অপরাজেয় বাংলা

সকাল ৮টা থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল ৭টা থেকেই ভার্সিটির বাসে করে ছাত্র-ছাত্রী আসতে দেখা যায়। বহুদিন পর ক্যাম্পাস মুখর হয়ে ওঠে। বন্ধু-বান্ধবী ও প্রিয় মানুষদের সাথে কতদিন দেখা হয় না কথা হয় না! যেন কথার ভারে পেটটা ফেটে যাচ্ছে। অপরাজেয় বাংলার চারিধারে ছেলে-মেয়েরা কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা হাঁটতে হাঁটতে এতদিনের জমানো কথা এক মুহূর্তে বলে ফেলতে চায়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন হলের ছেলে-মেয়েরাও আসতে থাকে। তারাও এতদিন কেউ দেশের বাড়িতে ছিল, কেউ ঢাকা শহরেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবীর বাসায় ছিল। এদেরই একজন বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্র সাদাতের সঙ্গে কথা হল। সে জানায়, বন্ধের পর ক্যাম্পাসকে তার দারুণ লাগছে। ঠিক যেন ঈদে বাড়ি থেকে ফেরার পর যেমন আনন্দ লাগে তেমনি। জগন্নাথ হলের ছেলে দীপঙ্কর বলল, ক্যাম্পাসটা একেবারে নতুন নতুন মনে হচ্ছে। ভাবতেই পারিনি প্রথম দিন এত বন্ধু-বান্ধবী আসবে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, আবার কী ক্যাম্পাস বন্ধ হতে পারে, এ আশংকা কিন্তু এখনো কাটেনি শিক্ষার্থীদের মন থেকে। মিরপুর এলাকায় চতুর্থ বর্ষের অনাবাসিক ছাত্রী পুতুল জানালো, বন্ধের পরে ক্যাম্পাসে এসে এত ছেলে-মেয়ে দেখে মনে হচ্ছে আমি এক বন্দী জীবন থেকে ফিরে এসেছি। দীর্ঘ সময় বাসায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পহেলা ফাল্গুনের উৎসবের আমেজ পাচ্ছি আমি আজকের ক্যাম্পাসে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠন তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে অপরাজেয় বাংলার চারিদিকে চক্কর দিচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করছে আবার আড্ডা দিচ্ছে। গল্প, হাসি-তামাশা, বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ হবে কিনা এই ধরনের আলোচনা এসব নিয়ে অপরাজেয় বাংলার চারিধারে উৎসবমুখর পরিবেশই ছিল। ক্যাম্পাসের পরিবেশ তো এমনই হওয়া উচিত। আর যেন কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। সেশন জটের কবলে যেন চার বছর মেয়াদী অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের আর না পড়তে হয় এই আশংকামুক্তির সম্ভাবনার কথাই সব ছাত্র-ছাত্রীর আলোচনায় এসেছে ঘুরে ফিরে, ক্যাম্পাসের প্রথম দিনে।

স্পট : শামসুন্নাহার হল

শামসুন্নাহার হলের গেটে কড়া প্রহরা। ছাত্রীদের আইডি কার্ড চেক করে ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে। ভেতরে ঢোকার অনুমতি চেয়ে অসংখ্য ছাত্রী অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে গেটের সামনেই শামসুন্নাহার হলের আবাসিক কয়েকজন ছাত্রীর সঙ্গে কথা হলো। এদের মধ্যে ২৩শে জুলাই রাতে পুলিশের হাতে নির্যাতিত ক'জন ছাত্রীও ছিল। তাদের একজন ছাত্রীর মন্তব্য 'হলে আমাদের সিট বদলে যেতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা রয়েছে। সে ১৮ জন ছাত্রীর একজন হওয়ায় হলের হাউস টিউটররা তার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করছে।

আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল এমন একজন ছাত্রী বলল, 'যদিও এতদিন বন্ধ থাকবার কারণে তাদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারা এ ধরনের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি দাওয়া এবং অধিকার-এর দাবীতে যে আন্দোলন হতে পারে এবং প্রশাসনকে নাড়াতে পারে তার প্রমাণ অনেকদিন পর পাওয়া গেল। আর সে কারণেই এ উদ্যম ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলবে।

এদিকে শামসুন্নাহার হলে খানিকটা থমথমে পরিস্থিতি দেখা গেছে। একদিন আগেই হলে পানি ছিল না বলে ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ঢাকা শহরে পানি না থাকার ঘটনাটা স্বাভাবিক; কিন্তু এ নিয়ে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হিসেবে হলের থমথমে পরিবেশটাই দায়ী।

প্রতিবেদন তৈরীতে অংশ নিয়েছেন :
সানজীদা পারভীন স্বর্ণ, ফকরউদ্দীন আহমেদ জুয়েল, চপল মেহেবুব, হাবিবুর রহমান, হাসিবা আলী

ছবি: আজিজুর রহীম পিউ ও সংগ্রহ

পাঠকের প্রতি

কেমন শিক্ষাঙ্গন চাই

আন্দোলন হলো। কিছু দাবী মানা হলো, কিছু পাওনা থেকে গেল। বিশ্ববিদ্যালয় খুললো ৬৭ দিন পর। এই প্রাণ প্রাচুর্যময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলো আবার কোন অশুভের কালো ছায়ায় ঢেকে থাক, আমরা তা চাই না। তাহলে আমরা কেমন শিক্ষাঙ্গন চাই? এ বিষয়ে আপনার মতামত, পরামর্শ লিখে পাঠান। অনধিক ২০০ শব্দে। ছাপা হবে তরুণকণ্ঠের পাতায়। কাগজের একপৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন রেখে পাঠিয়ে দিন নীচের ঠিকানায়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ বিভাগীয় সম্পাদক, তরুণকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

- ২৩ জুলাই ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশের অভিযান ও হামলা। অসংখ্য ছাত্রী আহত, ১৭ জন ছাত্রী গ্রেফতার।
- ২৪ জুলাই ঃ নতুন করে পুলিশের অভিযান, ২৭ জন ছাত্রী গ্রেফতার। শামসুন্নাহার হলে পুলিশী অভিযানের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ। উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরীর সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। তাই আমার পদত্যাগের প্রশ্নই উঠে না। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলকে ভিসি বহিরাগতদের মিছিল হিসেবে অভিহিত করেন।
- ২৫ জুলাই ঃ ভিসি ও প্রোক্টরের পদত্যাগের দাবিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিলে মুখরিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।
- ২৭ জুলাই ঃ তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা।
- ২৯ জুলাই ঃ শামসুন্নাহার হলে পুলিশের অভিযানের প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল পালন।
- ৩১ জুলাই ঃ সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পদত্যাগ।
- ১ আগষ্ট ঃ শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অভিযানের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিশনের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু।
- ২৮ আগষ্ট ঃ ভিসি, প্রক্টর ও প্রভোষ্টকে দায়ী করে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ।
- ২৮ সেপ্টেম্বর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক-হলসমূহ খুলে দেওয়া হয়।
- ৩ অক্টোবর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয়।